দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ ... SEP. 28-2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

ধ্যাপক আফতাবের
ফন সম্পন্ন ।। ঢাবি
দন্ত কমিটি
ঠন করেনি

বিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ সন্ত্রাসী হামলায় নিহত জাতীয় বিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষক অধ্যাপক আফতাব আহমাদকে রাষ্ট্রীয় দায় বুধবার শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্তানে দাফন করা ছে। ছাত্র-শিক্ষক-সহকর্মীসহ সর্বস্তরের লোকের ল ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনে সিক্ত হয়েছে তাঁর দেহ। জানাজায় শরিক হয়ে শেষ বিদায় জানাতে লেই ক্যাম্পাসে ছুটে এসেছিলেন।

পুর বুদ্ধিজীবী গোরস্তানে দাফনের স্থান নিয়ে প্রথমে লতা সৃষ্টি হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষক তির হস্তক্ষেপে তা নিরসন হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী জাহান আফতাবের দাবি অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ক্ষিত স্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

কে ফুলার রোডের আবাসিক এলাকায় বাসার ভিতরে বার ঘরে সন্ত্রাসী হামলায় অধ্যাপক আফতাব নিহত ও তার কারণ উদ্‌ঘাটনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ন্ত কমিটি গঠন করেনি। অথচ সামান্য কোন সংঘর্ষের না ঘটলেই তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কর্তৃপক্ষ। নকি বুধবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় সদস্যরা এ নিয়ে

পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

অধ্যাপক আফতাবের

(১২-এর পাতার পর)

আলোচনার প্রস্তাব দিলেও তা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

সকাল ১০টায় সিএমএইচ থেকে অধ্যাপক আফতাবের মরদেহ শেষবারের মতো তাঁর ফুলার রোডের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে তিনি গত ২২ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসীদের গুলিতে মারাত্মক আহত হন। খবর পেয়ে সবাই শেষবারের মতো দেখতে বাসার সামনে জমায়েত হন। মরদেহ বাসায় নিয়ে এলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। আত্মীয়স্বজন-ছাত্র-সহকর্মীদের চোখের দু'কোণ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। এ সময় শিক্ষকদের অবয়বে এক অজানা আতঙ্ক বিরাজ করতে দেখা যায়।

শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আগে থেকেই নিরাপত্তার জন্য পুলিশ নিয়োগ করা ছিল। ঘটনার পর আরও বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কিন্তু ফুলার রোড এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সুরক্ষিত এলাকা। তারপরও সন্ত্রাসীরা আফতাব আহমাদের বেডরুমে ঢুকে গুলি করে পালিয়ে যায়। তাই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আসলে গোয়েন্দারা নজরদারিতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে আইনমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছেন, নিরাপত্তা সব সময়ই ছিল। এখনও আছে। এটা আসলে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই কেউ এটা ঘটিয়েছে।

বেলা ১১টায় আফতাব আহমাদের মরদেহ বাসা থেকে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে নিয়ে আসা হয়। সেখানে বিভাগের শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের লোকজন শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর মরদেহ কেন্দ্রীয় মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, বস্ত্রমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ, শিক্ষামন্ত্রী এম ওসমান ফারুক, পশুসম্পদ মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান, বিমান প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বাণিজ্য উপদেষ্টা বরকতউল্লা বুলু, আ স ম আব্দুর রব, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ, অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ, প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শরিফউল্লাহ ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ, যায়যায়দিন সম্পাদক শফিক রেহমান, অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, ফরহাদ মযহার, জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান গাজী আহসান উদ্দিনসহ বিভিন্ন স্তরের লোকজন অংশ নেন। জানাজা শেষে তাঁকে গার্ড অব অনার দেয়া হয়। পরে সেখানে তাঁর মরদেহ রাখা হয় শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। বিভিন্ন স্তরের লোকজন তাঁকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর মরদেহ বেলা পৌনে ১টায় দাফনের জন্য মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্তানের নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

বিরোধীদলীয় নেতার শোক।

জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আফতাব আহমাদ [illegible] সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হওয়ায় গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একের পর এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড জোট সরকারের আমলে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ও নিরাপত্তাহীনতার বহির্প্রকাশ। তিনি বলেন, জোট সরকার সন্ত্রাসীদের লালনপালন ও মদদ দিচ্ছে বলেই এই ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে পারছে। জোট সরকারের আমলে ইতোপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. হুমায়ুন আজাদকে হত্যার প্রচেষ্টা এবং চট্টগ্রামে গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. ইউনুস, ড. তাহের এবং ১৩ সাংবাদিক সন্ত্রাসীদের হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন হত্যাকাণ্ডেরই বিচার হয়নি। শাস্তি দেয়া হয়নি বলেই সন্ত্রাসীরা আরও বেপরোয়া ও সাহসী হয়ে উঠেছে। বস্তুত এই সরকারের আমলে কোন মানুষেরই জানমালের নিরাপত্তা নেই। তিনি প্রকৃত অপরাধীদের খুজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানান।

গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবুল কাশেম এক বিবৃতিতে অধ্যাপক আফতাবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. খলিলুর রহমান এক বিবৃতিতে অধ্যাপক আফতাবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।